নগর সংবাদ

www.lged.gov.bd

নগর সংবাদ

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট
এলজিইডির একটি
ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

বর্ষ ১০ : সংখ্যা ৩৬
এপ্রিল-জুন ২০১৪

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়
- কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের খসড়া মহাপরিকল্পনা উপস্থাপন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত
- একনেক সভায় অনুমোদিত হলো ইউজিআইআইপি- ৩
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার জয়েন্ট রিভিউ মিশন এর ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্প পরিদর্শন
- মিডটার্ম রিভিউ মিশন এর সিআরডিপি পর্যবেক্ষণ
- "নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা
- সিআরডিপি'র সেফগার্ড এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
- কুষ্টিয়া পৌর সুইমিং পুলের উদ্যোগে সাঁতার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
- খাগড়াছড়ির লিপি চাকমা- এক আত্মবিশ্বাসী নারী
- "পরিকল্পিত নগরায়ন ও টেকসই বাসযোগ্য নগরী গড়ে তুলতে মহাপরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন জরুরী"
- ফরিদপুর জেন্ডার কমিটির উদ্যোগে বাস্তবায়িত হলো অভিভাবক কর্ণার
- '২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে'-এলজিইডির এমজিএসপি কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রী

এলজিইডি আয়োজিত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মনজুর হোসেন। সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

"প্রত্যন্ত অঞ্চলে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এলজিইডির উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নারী জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে"

এলজিইডি আয়োজিত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রী

"প্রত্যন্ত অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাংলাদেশের নারীদের জেন্ডার সমতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।" আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে গত ১৪ মে ২০১৪ এলজিইডি সদর দপ্তরে আয়োজিত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এমপি, এ কথা বলেন। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মনজুর হোসেন ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভি।

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের সমাজে এখনও পশ্চাৎপদতা বিদ্যমান রয়েছে, এখনও বলা হয় মেয়েদের চতুর্থ শ্রেণির বেশি লেখাপড়ার দরকার নেই। এ রকম যারা বলেন, তাদের সংখ্যা কম নয়। তিনি বলেন, আমাদের সমাজে অগ্রসরমানতাও রয়েছে। পশ্চাৎপদতাকে হিসেবে রেখেই এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে হবে। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে পুরুষদের পক্ষ থেকে সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি আবশ্যক। তিনি সমস্ত কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে নারী পুরুষের সমতা অর্জনের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথি স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মনজুর হোসেন বলেন, আমাদের নারীদের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী। তা সত্ত্বেও এদেশের নারীরা আজ প্রমাণ করেছেন যে, তারা এগিয়ে এসেছেন পুরুষদের প্রায় সমকক্ষতায়। নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী বান্ধব বিভিন্ন স্থাপনা তৈরীর মাধ্যমে নারীদেরকে আরও এগিয়ে নিতে হবে মর্মে উল্লেখ করে তিনি নারীদের সাফল্য অর্জনের পেছনে এলজিইডির অবদানের কথা স্বীকার করেন।

সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, এলজিইডিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ততার সূত্রপাত ১৯৮৪ সাল থেকে।

পরবর্তী পৃষ্ঠা ৪

সম্পাদকীয়

‘‘জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা” উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময়ের চাহিদা

বাংলাদেশ ঋতু বৈচিত্রের একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশ পরিচালনায় সুসংগঠিত কাঠামো বিদ্যমান থাকায় বিভিন্ন ক্রান্তি অতিক্রম করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহ তাদের নিজস্ব লক্ষ্য, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করছে।

দেশের সকল উন্নয়নের অন্যতম মৌলিক উপাদান হলো ভৌত উন্নয়ন। বিভিন্ন ধরণের ভৌত উন্নয়ন না হলে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হয় না। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ ভৌত উন্নয়নে ইতিপূর্বে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে, নীতি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কৌশলপত্র গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য; পল্লী উন্নয়ন কৌশলপত্র ১৯৮৪, পল্লী অবকাঠামো কৌশলপত্র স্টাডি ১৯৯৬, জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি ২০০১, জাতীয় স্থল পরিবহন নীতি ২০০৪, নগর ব্যবস্থাপনা নীতি ঘোষণাপত্র ১৯৯৯, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশলপত্র, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ প্রভৃতি। এসকল বিভিন্ন কৌশলপত্র, নীতি ও পরিকল্পনায় মূলত উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, মৌলিক সেবার যোগান দেওয়া, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদনের খরচ কমানো, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, সামাজিক উন্নয়ন ও জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সরকারের গৃহীত কৌশলপত্র, নীতিমালা ও পরিকল্পনায় বাংলাদেশ এগিয়ে থাকলেও নগর উন্নয়নে অপরিকল্পিত ধারা এখনও বিদ্যমান থাকা ও গ্রাম অঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চলের জন্য কোনো ভৌত পরিকল্পনা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই জনগণ কাঙ্খিত সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

দেশের যে কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একটি আবশ্যকীয় উপাদান হলো ভূমি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা বা অন্য যে কোন বিষয়ের পরিকল্পনা হোক না কেন, ভূমি তার একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান এ কারণে যে, ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোনো না কোনো স্তরে ভূমির প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ শুধু জনবহুলই নয়, পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। জনসংখ্যার বিচারে অত্যন্ত সীমিত জমি, সীমিত সম্পদের মধ্যে ১৬ কোটি বা আরও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সকল চাহিদা পূরণ করে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিনত হতে হলে সমগ্র দেশের একটি দীর্ঘ মেয়াদী ভৌত পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। তিনটি ভিন্ন কিন্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রেক্ষিত; প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিনামদর্শী ব্যবহার, জলবায়ু ঝুঁকি ও উর্ধ্ব গতির জনসংখ্যার আর্থ-সামাজিক বিন্যাস এবং টেকসই উন্নয়নের চাহিদা পূরণে সক্ষম অবকাঠামো ও পরিবেশ নিশ্চিতকরণ বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার কঠোর অনুসরণকে আজ দেশের অন্যতম অগ্রাধিকার চাহিদায় পরিনত করেছে। দেশে প্রতিবছর শতকরা এক ভাগ হারে কৃষি জমি শিল্প ও নগরে রূপান্তরিত হচ্ছে। নদী-নালার নির্বিচার দখল ও দূষণ শুধু জল প্রবাহকেই ধ্বংস করছে না, তা সারা দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশেরও ধ্বংসাত্মক পরিনতি ডেকে আনছে। অপরিকল্পিতভাবে ও যত্রতত্র শিল্প গড়ে ওঠার ফলে দেশ পরিবেশ বিপর্যয়, সড়ক যোগাযোগ অনিরাপদ হওয়া, অপ্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে অর্থব্যয়, দুর্যোগ সহ বহুমাত্রিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এরকম বহু উদাহরণ আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় কেন দীর্ঘ মেয়াদে ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার কঠোর অনুসরণ আজ দেশের অন্যতম অগ্রাধিকার বিষয়।

একটি দেশের অগ্রগতিতে প্রধান দুটি পক্ষকে (সরকার ও ব্যক্তি উদ্যোগ) যুগপৎভাবে কাজ করতে হয়। আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও জণকল্যানমূলক রাষ্ট্রে সরকারের দায়িত্ব বহুমাত্রিক। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একই সঙ্গে দরিদ্রদের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ, অপরদিকে অবকাঠামো, আইনসহ এমন পরিবেশ নিশ্চিত করা যেন শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি উদ্যোগের বিকাশ ঘটে, দেশে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। একইভাবে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু বিন্যাস, ব্যবহার ও সংরক্ষণ করাও রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। দেশের সকল খাতের ব্যবহার ও উন্নয়নের জন্য ভূমি প্রয়োজন। সরকার অথবা ব্যক্তি উদ্যোগ যেকোন ক্ষেত্রেই; কৃষি, শিল্প, গ্রামীণ বসতি, নগরায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সকল খাতের যেমন ভূমি দরকার, তেমনি প্রাকৃতিক বৈচিত্র ও বৈশাদৃস্যপূর্ণ এই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদেরও যুগপৎ সংরক্ষণ ও ব্যবহার প্রয়োজন। বনভূমি, পাহাড়, নদী, হাওড়-বিলের মতো জীবন ও প্রতিবেশ-পরিবেশের জন্য আবশ্যিক সম্পদ রক্ষার্থেও ভূমির ব্যবহার নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রের সকল দায়িত্ব পালনের জন্য বর্তমানে ৪২ টি মন্ত্রণালয় রয়েছে। এসকল মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সরাসরি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণায়ের অধীনে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধারণের অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা। রাষ্ট্রের তথা সরকারের সকল দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত এসকল মন্ত্রণালয় ও অধীনাস্ত সংস্থাসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে দুভাবে ভূমির প্রয়োজন; প্রথমত তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কার্যালয় স্থাপন এবং দ্বিতীয়ত কিছু মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন সংস্থাসমূহের দায়িত্বের অংশ হিসেবে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও নাগরিক সেবা প্রদান। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ,জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতায় সংস্থাসমূহ প্রধানত বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে দেশের জনগণকে চলাচল, জ্বালানী ও উৎপাদনে সহযোগী হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে বহু মন্ত্রণালয় ও সংস্থার দায়িত্ব রয়েছে ব্যক্তি উদ্যোগে ভূমি ব্যবহার যেমন; শিল্প স্থাপন থেকে শুরু করে বসতি স্থাপনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে ভূমির সংস্থান করা। সরকারী ও ব্যক্তি উদ্যোগ উভয় ক্ষেত্রে বর্তমান চাহিদা ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনকে সমন্বিতভাবে মোকাবেলার জন্য চাই সঠিক পরিকল্পনা। পৃথিবীর সকল উন্নত দেশই তাদের জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আঞ্চলিক, স্থানীয় ও বিভিন্ন খাতওয়ারী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। উন্নত রাষ্ট্রে পরিনত হওয়ার এটিও একটি অন্যতম পূর্বশর্ত।

জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের ভূমি, বসতি ও জলাধারের প্রকৃত অবস্থা, প্রাকৃতিক বৈচিত্র ও বৈশাদৃস্য, খাতওয়ারী বিভিন্ন চাহিদা, ভূপ্রকৃতির গঠন অনুযায়ী সমস্যা ও সম্ভাবনা, বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ভূমির ব্যবহার নির্দিষ্ট করা ও একই সাথে পরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করা। জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা মূলত দেশের খাতওয়ারী সকল কৌশল পরিকল্পনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নের ভৌত অবয়ব প্রদান। প্রকৃত অর্থে এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে দেশের দীর্ঘ মেয়াদের উন্নয়ন কৌশল। বাংলাদেশে বিভিন্ন নগরের জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণীত হচ্ছে। শুরু হয়েছে গ্রাম-শহর সমন্বিত করে উপজেলা ভিত্তিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম। এসকল মহাপরিকল্পনায় ভূমি ব্যবহার নির্দিষ্ট করা হচ্ছে। জাতীয় ভৌত পরিরকল্পনার অভাবে এসকল মহাপরিকল্পনায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য পূরণের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। দেশের সমন্বিত ভৌত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন নগরের জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনার সহিত জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার সমন্বয়তার প্রয়োজন রয়েছে। এলজিইডি'র জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে। দেশের মন্ত্রণালয়সমূহ ও অধীনাস্ত সরকারী সংস্থার বিন্যাস ও অর্পিত দায়িত্ব বিবেচনায় সকল সংস্থা ও মন্ত্রণালয়সমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণে দেশে আঞ্চলিক, জেলা পর্যায়ে ও স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রেখে প্রধান মন্ত্রীর দপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা (National Physical Plan) প্রণয়ন এখন সময়ের চাহিদা। ■

কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের খসড়া মহাপরিকল্পনা উপস্থাপন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৬ মে ২০১৪ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের সভাকক্ষে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীন জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সিটি মেয়র জনাব মনিরুল হক সাক্কু এর সভাপতিত্বে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের খসড়া মহাপরিকল্পনা উপস্থাপন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা ৬ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আ.ক.ম. বাহাউদ্দিন বাহার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) ও পরিচালক ইউএমএসইউ জনাব মোঃ নূরুল্লাহ ও জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুস সালাম মন্ডল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশ এখন অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ঠ উন্নতি সাধন করেছে। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় আমাদের জীবনযাত্রার মান অনেকাংশেই ভালো। ঢাকার ওপর চাপ কমাতে হলে বাইরের শহরগুলোর সুন্দর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিকল্প নেই। উপস্থাপিত খসড়া মহাপরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, ১৫০ বর্গ কিঃমিঃ নিয়ে যে মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে তা কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে তা সুস্পষ্টভাবে পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকতে হবে। কিছু কিছু বিষয়ে প্রয়োজনে আরও সময় নিয়ে সকলের সাথে আলোচনা করে বাস্তবতার নীরিখে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করেন তিনি বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ নূরুল্লাহ বলেন, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক। প্রধান অতিথির সাথে আলাদাভাবে সময় দিয়ে তাঁর প্রস্তাবগুলোও মহাপরিকল্পনায় সংযোজনের ব্যবস্থা করা হবে বলে উপস্থিত সবাইকে আশ্বস্ত করেন। মতবিনিময় সভায় কুমিল্লা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সাংবাদিক আরইউএমএসইউ কুমিল্লা অঞ্চল এর সহকারী পরিচালকগণসহ শেলটেক এর কনসালট্যান্টবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ■

গত ২৬ মে ২০১৪ তারিখে আয়োজিত কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের খসড়া মহাপরিকল্পনা উপস্থাপন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি সংসদ সদস্য আ. ক. ম বাহাউদ্দিন বাহার এর উপস্থিতিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে মতবিনিময়ে অংশ নেন এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নূরুল্লাহ্।

একনেক সভায় অনুমোদিত হলো ইউজিআইআইপি- ৩

পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৌর সেবায় গতিশীলতা সৃষ্টির সাথে সাথে পৌরবাসীর জীবন মান উন্নয়ন ও জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে পৌরসভাকে একটি শক্তিশালী, টেকসই, কার্যকর, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

বাংলাদেশ সরকার, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি) এর আর্থিক সহায়তায় ৬ বছর মেয়াদী এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত নিধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৬, দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৮ এবং তৃতীয় পর্যায়ের কাজ জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য বিভাজন করা হয়। মোট ২৬০০.৪৮ কোটি টাকার এ প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকার ৭২৮.৪৭ কোটি, এডিবি ১৫৬০.০০ কোটি এবং ওএফআইডি ৩১২.০০ কোটি টাকা অর্থায়ন করবে।

এলজিইডি কর্তৃক ইউজিআইআইপি ১ ও ২ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় দেশের ৩১টি পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি ও সেবার মানোন্নয়নে ইউজিআইআইপি-৩ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়।

উল্লেখ্য, ইউজিআইআইপি ১ ও ২ প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নসহ পৌর দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নারী উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরবাসীর সার্বিক জীবন মানোন্নয়নে এ নতুন প্রকল্প আধুনিক ও সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করবে, যা এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকার এবং সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ■

এক আত্মবিশ্বাসী নারী

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

পৌরসভার জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় সেলাই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। তিনি ৩ মাস ব্যাপী এই সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নিয়ে সাফল্যের সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে একটি সেলাই মেশিন অনুদান পান। এরপর নিজ উদ্যোগে গড়ে তোলেন একটি দর্জির দোকান। আসতে থাকে ফ্রক, ব্লাউজ, সালোয়ার কামিজ বানানোর অর্ডার। দিনরাত পরিশ্রম করে তিনি একজন ভাল দর্জি হিসেবে আস্থা অর্জন করেন সবার। এখন অনেক অর্ডার আসে প্রতিদিন তার কাছে। এই সেলাই মেশিন বদলে দেয় তার অর্থনীতির চাকা। এখন তিনি স্বাবলম্বী এক নারী। খাগড়াছড়ির অনেক দরিদ্র নারীর কাছে তিনি এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এক সময়ের ভেঙে পড়া লিপি চাকমা এখন আরও বেশি আত্মপ্রত্যয়ী। তিনি মনে করেন, আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করলেই কেবল ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ইউজিআইআইপি-২, প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থান ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। ■

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার জয়েন্ট রিভিউ মিশন এর ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্প পরিদর্শন

গত ৭ থেকে ৯ মে ২০১৪ পর্যন্ত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার জয়েন্ট রিভিউ মিশন দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শনের জন্য প্রকল্পভুক্ত ঘোড়াশাল, মাধবপুর, শ্রীমঙ্গল, সুনামগঞ্জ এবং ১৫ থেকে ১৮ মে ২০১৪ ফরিদপুর, ভাঙ্গা, পটুয়াখালী, কলাপাড়া, বরগুনা ও ঝালকাঠি পৌরসভা পরিদর্শন করে। এসময়ে তারা মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করে। মিশন বেশ কয়েকটি পৌরসভায় বিশেষ টিএলসিসি সভায় যোগদেয় এবং সদস্যদের সাথে মত বিনিময়সহ প্রক্রিউরমেন্ট স্টাটাস, কন্ট্রাক্ট এ্যাওয়ার্ড এবং ডিসবার্সমেন্ট, ইউজিআইএপি বাস্তবায়ন, পিআরএপি, জিএপি এবং সোশ্যাল সেফগার্ড বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, সিবিও বাস্তবায়ন, কাজের গুণগত মান, পরামর্শকদের সেবা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এডিবি ঢাকার সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, এডিবির জেন্ডার বিষয়ক পরমর্শক রিনা সেন গুপ্ত, এ্যাসোসিয়েট প্রজেক্ট এনালিষ্ট জনাব লিয়াকত আলী খান, এমডিএস কনসালটেন্টের টিম লিডার ড. প্রদীপ কুমার দেব, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী জনাব নজমুল আহসান খান, জেন্ডার স্পেশালিস্ট সুরাইয়া জেবিনসহ উর্ধতন কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দ মিশনে অংশ নেন।

পরবর্তীতে গত ২২ জুন ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত র‌্যাপ-আপ সভায় প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।■

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার জয়েন্ট রিভিউ মিশন, ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্প পরিদর্শনকালে পটুয়াখালীতে অনুষ্ঠিত বিশেষ টিএলসিসি সভায় উপস্থিত সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করে। ইনসেটে সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের একাংশ।

মিডটার্ম রিভিউ মিশন এর সিআরডিপি পর্যবেক্ষণ

গত ২০ থেকে ২৭ মে ২০১৪ পর্যন্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ ও সুইডিস সিডা এর মিড টার্ম রিভিউ মিশন নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সদর দপ্তরের আরবান ডেভেলপমেন্ট স্পেসালিস্ট, মিঃ মিং ইউয়াম ফান মিশন প্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মিশন নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি) এর কাজের অগ্রগতি এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ে গৃহীতব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে। রিভিউ মিশন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীসহ প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং পরামর্শকদের সাথে বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে।■

এলজিইডি আয়োজিত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রী

১ম পৃষ্ঠার পর

এলজিইডিতে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে তিনি এডিবিসহ সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এলজিইডির রাজস্ব ও উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডারকে মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী পরামর্শ দিতে এলজিইডির 'জেন্ডার উন্নয়ন ফোরাম' কাজ করে যাচ্ছে।

এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত নারীদের মধ্য থেকে পল্লী উন্নয়ন, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও নগর উন্নয়ন সেক্টরে তিন জন করে মোট নয় জন আত্মনির্ভরশীল নারীকে পুরস্কৃত করা হয়। পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত সুনামগঞ্জ জেলার মোসাম্মৎ আনোয়ারা বেগম, দ্বিতীয় পটুয়াখালী জেলার মোসাম্মাৎ মাহিনুর বেগম ও তৃতীয় লালমনিরহাট জেলার শ্রীমতি সন্ধ্যারাণী। পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম ময়মনসিংহ জেলার শ্রীমতি মধুরা জং, দ্বিতীয় ময়মনসিংহ জেলার মোসাম্মৎ জরিনা আখতার ও তৃতীয় গোপালগঞ্জ জেলার শ্রীমতি সুদেবী মন্ডল। নগর উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম বগুড়া পৌরসভার মোসাম্মাৎ রোকসানা পারভীন, দ্বিতীয় পাবনা পৌরসভার মোসাম্মাৎ সাহেরা বানু ও তৃতীয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার শ্রীমতি ইতিরাণী শীল। এছাড়া এলজিইডির জেন্ডার কার্যক্রম বাস্তবায়নে সফলতা অর্জনের জন্য নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, নাটোর পৌরসভা ও দুটি ইউনিয়ন পরিষদকেও পুরস্কৃত করা হয়।

উল্লেখ্য প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত তিন সফল নারী এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত দুটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দকে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠানো হবে মর্মে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে এলজিইডির জেন্ডার সমতাভিত্তিক কর্মসূচির ওপর একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বেগম মতিয়া চৌধুরীকে এলজিইডির একটি স্মারক প্রদান করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেন্ডার উন্নয়ন ফোরামের সদস্য সচিব সৈয়দা আসমা খাতুন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও এলজিইডি জেন্ডার ফোরাম এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। এছাড়া এলজিইডি সদর দপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, পরামর্শক, পুরস্কারপ্রাপ্ত আত্মনির্ভরশীল নারী, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সংবাদ কর্মী, সিটি কর্পোরেশন এর কর্মকর্তা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।■

“নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি এর সভাপতিত্বে সম্প্রতি “নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের” অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নদীর তীরবর্তী অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে প্রকল্পের চলমান কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য দিক নির্দেশনা দেন মাননীয় মন্ত্রী।

“নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় আলোচনারত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি এবং কর্মকর্তাবৃন্দ।

গত ডিসেম্বর ২০১২ সালে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। সম্প্রতি ১১,০৮৫.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ হলো ৩৪ কিঃমিঃ নদী পুর্নখনন, ২.৫ কিঃমিঃ নদীর পাড় সংরক্ষণ, ১১ টি নতুন ব্রীজ নির্মাণ ও ৪ টি ব্রীজ সম্প্রসারণ, ৮ কিঃমিঃ ফুটপাথ ও ড্রেন নির্মাণ, ১৮ কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণ, ২ টি পার্ক নির্মাণ, ৮ টি ঘাট নির্মাণ এবং ১ টি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ। প্রকল্পের এ সকল অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে নরসুন্দা নদীর উভয় পাড়ের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিবেশ উন্নয়নসহ নগর সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের বিনোদনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৫ টি দৃষ্টি নন্দন নতুন ব্রীজ ও ৩ টি ব্রীজের সম্প্রসারণসহ ২৮ কিঃমিঃ নদী পুর্নখননের কাজ শেষ হয়েছে এবং প্রকল্পের অন্যান্য অঙ্গসমূহের কাজ চলমান রয়েছে। ■

সিআরডিপি'র সেফগার্ড এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ১৮ এবং ২৪ জুন, ২০১৪ যথাক্রমে গাজীপুর ও খুলনা সিটি করপোরেশনে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ ও সুইডিস সিডা এর সহায়তাপুষ্ট নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি) এর আওতায় সেফগার্ড এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল এর ওপর দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গাজীপুর সিটি করপোরেশনে অনুষ্ঠিত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র অধ্যাপক আব্দুল মান্নান এবং খুলনা সিটি করপোরেশনে অনুষ্ঠিত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা সিটি করপোরেশনের মেয়র জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান। কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশনের প্রকৌশলীগণ এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণ অংশ নেন। ■

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের (সিআরডিপি) আওতায় গাজীপুর সিটি করপোরেশনে অনুষ্ঠিত সেফগার্ড এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, সিআরডির উপ- প্রকল্প পরিচালক জনাব গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ এবং গাজীপুর সিটি করপোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী।

ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত

৭ম পৃষ্ঠার পর

আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প কীভাবে অগ্রগতির মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে নারীর জীবনমান উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক মুক্তি ও দেশের সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে তার একটি মাল্টি মিডিয়া উপস্থাপনা করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ। ■

কুষ্টিয়া পৌর সুইমিং ক্লাবের উদ্যোগে শিশু-কিশোরদের সাঁতার প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন পৌর মেয়র জনাব আনোয়ার আলী।

কুষ্টিয়া পৌর সুইমিং পুলের উদ্যোগে সাঁতার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

শিশু-কিশোরদের শারিরীক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে কুষ্টিয়া পৌরসভা নানা ধরণের কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে, যার মধ্যে পৌর সুইমিং ক্লাবের উদ্যোগে বিগত একযুগ ধরে আয়োজিত হচ্ছে সাঁতার প্রশিক্ষণ। সম্প্রতি সমাপ্ত হলো ফেব্রুয়ারী - এপ্রিল ২০১৪ ব্যাচের প্রশিক্ষণ। এ উপলক্ষে গত ১ মে ২০১৪ এক সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র জনাব আনোয়ার আলী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, সাঁতার চর্চার মাধ্যমে শরীর ও মন সুস্থ রাখা যায়। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত সাঁতার চর্চার মাধ্যমে ভাল সাঁতারু হিসেবে নিজেদের তৈরি করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজের শহর ও দেশের নাম উজ্জ্বল করার আহ্বান জানান।

কুষ্টিয়া পৌরসভার কাউন্সিলর জনাব সাইফুল হক মুরাদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের যুগ্ম-সম্পাদক মোঃ আমিরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সাধারণ সম্পাদক কাজী রফিকুর রহমান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য, প্রকাশনা ও জনসংযোগ অফিসের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আতাউল হক। সভায় কুষ্টিয়া পৌরসভার কাউন্সিলর এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পৌর সুইমিং পুলের তত্ত্বাবধায়ক ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য, প্রকাশনা ও জনসংযোগ অফিসের শাখা কর্মকর্তা মোঃ রাশিদুজ্জামান খাঁন টুটুল। ■

স্বপ্ন আর সংগ্রাম বদলে দিয়েছে লিপি চাকমার জীবনের চাকা। এক সময়ের হতাশ এই নারী এখন খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার অনেক দরিদ্র নারীর প্রেরণার উৎস।

খাগড়াছড়ির লিপি চাকমা- এক আত্মবিশ্বাসী নারী

প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে বেড়ে ওঠা যার জীবন, তার জন্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা সত্যিই অবিশ্বাস্য। কিন্তু যারা স্বপ্ন দেখেন, জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয় যাদের বুকে, তারা সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে পৌঁছে যান কাঙ্খিত লক্ষ্যে। লিপি চাকমাও তাদের একজন। বাংলাদেশের পাহাড়ী জনপদ খাগড়াছড়ি পৌরসভার বাসিন্দা লিপি চাকমা আশৈশব দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে বেড়ে ওঠা এক নারী। কিশোরী হয়ে ওঠার সাথে সাথেই তাকে সংসার জীবনে পা রাখতে হয়। নতুন সংসারে এসে তার চোখে ভেসে ওঠে এক সুন্দর জীবনের ছবি। এবার বাঁচবেন, স্বামীর সংসারে দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে পরে ভালভাবে বাঁচবেন। কিন্তু তার সে আশা ভেঙে চুরমার হয়ে যায় অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই জানতে পারেন মোটর মেকানিক স্বামীটি নেশাখোর। শুধু তাই নয়, জুয়ার আসরেও বসে পকেট উজাড় করে বাড়ি ফেরে। মাতাল স্বামী বৌকে পেটায়। বাপের বাড়ি থেকে টাকা এনে দিতে চাপ সৃষ্টি করে। লিপির জীবন বিষন্ন হয়ে ওঠে। দুঃস্বপ্ন আবার তাকে আঁকড়ে ধরে। চারদিক তাকিয়ে পাহাড়ের সৌন্দর্যের বদলে দেখতে পান গাঢ় অন্ধকার। দারিদ্র্যের কারণে লেখাপড়াও তেমন একটা করতে পারেন নি। কিন্তু বাঁচতে তাকে হবেই। জীবন সংগ্রামে হেরে যেতে রাজি নয় লিপি চাকমা। প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে কিছু একটা করার তাগিদ বোধ করেন। প্রতিদিনই খোঁজ নিতে থাকেন কিভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায়, কি করে একটু উপার্জন করা সম্ভব। পাহাড় অধ্যুসিত সাধারণ মানুষের জীবনে এমনিতেই দারিদ্র্যের থাবা, এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু দমে যান নি লিপি চাকমা। স্থানীয় নারী কাউন্সিলরের কাছে জানতে পারেন, ইউজিআইআইপি-২ এর সহায়তায়

পরবর্তী পৃষ্ঠা ৩

এডিবি হেড কোয়ার্টার ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত জেন্ডার, ভয়েজ এন্ড এজেন্সি শীর্ষক ওয়ার্কশপে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত পদক্ষেপ ও উত্তম চর্চাসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ।

ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত হলো 'জেন্ডার, ভয়েজ এন্ড এজেন্সি' শীর্ষক কর্মশালা

উন্নয়নশীল দেশসমূহের পিছিয়ে পড়া অবহেলিত নারী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক মুক্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়নসহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। তারই ধারবাহিকতায় গত ২ থেকে ৪ জুন ২০১৪, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত হয় 'জেন্ডার, ভয়েজ এন্ড এজেন্সি' শীর্ষক এক কর্মশালা।

কর্মশালায় এশীয় প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের নারী জনগোষ্ঠীর চলমান সংকট উত্তরণে নারীর ভূমিকাকে

পরবর্তী পৃষ্ঠা ৫

ফরিদপুর জেন্ডার কমিটির উদ্যোগে বাস্তবায়িত হলো অভিভাবক কর্নার

বিদ্যালয়ে সন্তানের উপস্থিতি নিশ্চিত করে নিকটবর্তী ফুটপাথ বা খোলা জায়গায় অভিভাবকদের দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থাকতে দেখার দৃশ্য এখন আর নতুন নয়। বিশেষত এ ব্যাপারে নারী অভিভাবকদের ভোগান্তিই বেশি।

এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনে অগ্রাধিকারভিত্তিক ফরিদপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের জন্য ইউজিআইআইপি ২ এর জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ফরিদপুর পৌরসভার জেন্ডার কমিটি পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে ফরিদপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের পাশে নির্মাণ করে অভিভাবক কর্ণার।

এ কর্ণার নির্মিত হওয়ার ফলে এখন আর অভিভাবকদের বিশেষত নারী অভিভাবকদের যত্রতত্র খোলা আকাশে নিচে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থাকতে হচ্ছে না। এখানেই তারা দীর্ঘসময় ধরে একে অপরের সাথে আলাপ আলোচনার সুযোগ পাচ্ছেন। তারা এখন আর নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন না। এই বাড়তি সুবিধার কারণে বালিকাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারও বেড়েছে। ফরিদপুর পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়িত এমন উদ্যোগে স্কুলে আগত অভিভাবকবৃন্দ আনন্দিত। ■

ফরিদপুর পৌরসভার জেন্ডার কমিটির উদ্যোগে নির্মিত অভিভাবক কর্ণারে আগত অভিভাবকবৃন্দ স্বাচ্ছন্দে বসে সন্তানের স্কুল ছুটির জন্য অপেক্ষা করছেন।

"পরিকল্পিত নগরায়ন ও টেকসই বাসযোগ্য নগরী গড়ে তুলতে মহা পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন জরুরী"

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প' ও 'জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের আওতাধীন মোট ২৪৪-টি পৌর শহরের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকল পৌরসভার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা এবং এলাকাবাসীর মতামত বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় রেখে সম্পন্ন হচ্ছে এসব মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শহরগুলোকে পরিকল্পনামাফিক গড়ে তুলতে এসকল মহাপরিকল্পনা দিক নির্দেশনার কাজ করবে। তবে আমাদের শহরগুলোকে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য নগরীতে রূপান্তরের বিষয়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি সফলভাবে বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী। মহাপরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এ বিষয়ের সমন্বয় ছাড়া কোনো মহাপরিকল্পনাই সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। এ লক্ষ্য পূরণে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও এলজিইডি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। মহাপরিকল্পনার ওপর প্রশিক্ষণ, মহাপরিকল্পনাসমূহ বাংলায় ভাষান্তর প্রভৃতি উদ্যোগ মানুষের কাছে সহজবোধ্যভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা পৌঁছে দেয়ার প্রচেষ্টার অংশ। এধরণের বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে একদিকে যেমন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে জনসাধারণেরও উন্নয়ন পরিকল্পনা, দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হবে। এতে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সকল শহর ও পর্যায়ক্রমে গ্রামঅঞ্চলকে টেকসই বাসযোগ্য এলাকায় পরিণত করা সম্ভব হবে। ■

২০ এপ্রিল ২০১৪, এলজিইডি সদর দপ্তরে মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট এর দু'দিন ব্যাপী প্রজেক্ট লাঞ্চ ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মনজুর হোসেন ও বিশ্ব ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস ক্রিস্টিন ই. কাইমস। সভাপতিত্ব করেন, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

'২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে'
-এলজিইডির এমজিএসপি কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রী

'আজ আমরা এলডিসিভুক্ত, কিন্তু ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে' গত ২০ এপ্রিল ২০১৪, ঢাকায় এলজিইডি সদর দপ্তরে মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) এর দু'দিন ব্যাপী প্রজেক্ট লাঞ্চ ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এমপি, এ কথা বলেন। মন্ত্রী আরও বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিকভাবে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি সামাজিক প্রেক্ষাপটে ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে এগিয়ে আছে বলেও অভিহিত করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মনজুর হোসেন বলেন, বাংলাদেশে আজ দ্রুত নগরায়নের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে অবকাঠামো সংকট, দুর্বল ব্যবস্থাপনা, অর্থের অভাব ইত্যাদি অন্যতম। এগুলো আমাদের অতিক্রম করতে হবে। তিনি বলেন, নগর খাতে বাংলাদেশ পর্যাপ্ত উন্নতি করছে, কারণ সরকার এ খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তিনি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য নগর উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

বিশেষ অতিথি বিশ্ব ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস ক্রিস্টিন ই. কাইমস বলেন, বিগত ৩০ বছর ধরে বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ন চলছে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রয়াসে দ্রুত নগরায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি আরও বলেন, এমজিএসপি এর লক্ষ্য হচ্ছে পৌরসভা পরিচালন ও নগর সেবায় সহায়তা প্রদান করা এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সরকারকে সহায়তা প্রদান করা।

সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, এমজিএসপি হচ্ছে পারফরমেন্স ভিত্তিক প্রকল্প। এ প্রকল্প এলজিইডির নগর সেক্টরের বৃহত্তম প্রকল্প। প্রকল্পের কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে অডিট আপত্তি শূন্যের কোটায় সীমিত রাখা এবং অডিট আপত্তি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিস্পত্তির আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, এমজিএসপি'র প্রকল্প পরিচালক শেখ মুজাক্কা জাহের। উল্লেখ্য বিশ্ব ব্যাংক অর্থায়নপুষ্ট এমজিএসপি ৬ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প। মোট ২৪৭০.৯৩ কোটি টাকার এ প্রকল্পের আইডিএ ১৯৫৩.৬৫ কোটি বাংলাদেশ সরকারের ব্যয় ৫১৭.২৮ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের অধীনে ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ২২টি পৌরসভা অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকল্পের আওতায় ৬৩৮ কিঃমিঃ নগর সড়ক উন্নয়ন, ৫৮৮ মিটার ব্রীজ/সেতু নির্মাণ, ৪১০ কিঃমিঃ ড্রেইনেজ উন্নয়ন, এবং ১২টি বাস টার্মিনাল, ৪টি ট্রাক টার্মিনাল, ৪টি জেটি, ২৬টি কাঁচা বাজার, ২৬টি পাইকারী বাজার, ৩৬টি পাবলিক টয়লেট, ৮টি কমিউনিটি সেন্টার ও ৬টি পার্ক নির্মাণ করা হবে। বিশ্ব ব্যাংকের সিনিয়র আরবান স্পেসালিষ্ট ও প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার মিস্ শেন হুয়া ওয়াং প্রকল্পটির রূপরেখা তুলে ধরে জানান, বিশ্ব ব্যাংক ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকল্পটি অনুমোদন করে। এটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের ৩৪ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে।

কর্মশালায় প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরামর্শক, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসমূহের কর্মকর্তা এবং এলজিইডির জেলা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ■

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক ভাবে দ্রুত এগিয়ে চলেছে

সম্পাদক : মোঃ নূরুল্লাহ্, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) ও পরিচালক, ইউএমএসইউ, আরডিইসি (লেভেল – ৭), এলজিইডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮৮-০২-৮১৫৯৩৭৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯১২০৪৭৬, ই-মেইলঃ se.urban@lged.gov.bd, সম্পাদক কর্তৃক ইউএমএসইউ'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত